বইয়ের বাজার, মান ও আমাদের দায়

সানাউল্লাহ সাগর

যে কোনো শিল্পকে যদি ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তাহলে প্রথমেই যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হলো পেশাদারত্বের প্রশ্ন। কারণ কোনো উদ্যোগ যদি ব্যবসা বা আয়ের মাধ্যম হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ভোক্তা বা ক্রেতারা সেই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট মান, স্বচ্ছতা ও পেশাদার আচরণ প্রত্যাশা করেন। প্রকাশনাশিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় প্রশ্নটি প্রায়ই ওঠে– আমাদের দেশে প্রকাশনাকে আদৌ কতটা সুসংগঠিত ব্যবসা বলা যায়?

বাস্তবতা হলো, প্রকাশনা অবশ্যই একটি ব্যবসা। তবে সমস্যা হলো– এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই হয়তো এটিকে ব্যবসা হিসেবে পরিচালনা করার মতো প্রস্তুতি নিয়ে আসেন না। কোনো ব্যবসা শুরু করার আগে সাধারণত তিনটি মৌলিক বিষয় জরুরি– পরিকল্পনা, বিনিয়োগ ও দক্ষ মানবসম্পদ। কিন্তু বাংলাদেশের প্রকাশনাজগতের বড় একটি অংশে এই তিনটি উপাদানের স্পষ্ট ঘাটতি দেখা যায়। ফলে প্রকাশনাশিল্পের বড় একটি অংশ এমন এক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে পেশাদারিত্বের ভিত্তি দুর্বল। এর ফলাফলও আমরা প্রায়ই দেখতে পাই– মানহীন বই, অপর্যাপ্ত সম্পাদনা, ভুলভ্রান্তিতে ভরা মুদ্রণ এবং সামগ্রিকভাবে একটি অগোছালো প্রকাশনা পরিবেশ।

> যদি আমরা সত্যিই একটি সমৃদ্ধ পাঠকসমাজ এবং শক্তিশালী সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাই, তাহলে প্রকাশনাশিল্পের পেশাদারত্ব ও নৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করা এখন সময়ের দাবি

অনুমান করা হয়, দেশে বিদ্যমান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের একটি বড় অংশই যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই কার্যক্রম শুরু করেছে। অনেক ক্ষেত্রে এটি একটি সাংস্কৃতিক উদ্যোগের চেয়ে বেশি হয়ে উঠেছে সুযোগসন্ধানী একটি কর্মকাণ্ড। কারণ প্রকৃত প্রকাশনা ব্যবসা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, দক্ষ সম্পাদকীয় টিম, বিপণনকাঠামো এবং পাঠক তৈরির পরিকল্পনা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এসব প্রস্তুতি ছাড়াই অনেকেই প্রকাশনা ব্যবসায় প্রবেশ করছেন। ফলে অনেক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকলেও তা প্রকৃত অর্থে বই বিক্রির মাধ্যমে নয়, বরং লেখকদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে বই প্রকাশের মাধ্যমে। এই প্রবণতা প্রকাশনাশিল্পের জন্য একটি বড় ধরনের সংকট তৈরি করেছে। কারণ যখন প্রকাশকের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় লেখকের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া, তখন বইয়ের মান, সম্পাদনা বা পাঠকের চাহিদা– এসব বিষয় দ্বিতীয় স্থানে চলে যায়। এতে একদিকে যেমন বাজারে মানহীন বইয়ের সংখ্যা বাড়ে, অন্যদিকে প্রকৃত পাঠক ধীরে ধীরে হতাশ হয়ে পড়েন। বইমেলা বা বইয়ের বাজারে গিয়ে অনেক সময় পাঠক দেখতে পান অসংখ্য নতুন বই, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে মানসম্পন্ন কনটেন্ট খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এতে দীর্ঘ মেয়াদে পাঠক-সংস্কৃতির ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের প্রকাশনাজগতের এই বাস্তবতা নতুন নয়। বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে এটি একটি কাঠামোগত সমস্যায় পরিণত হয়েছে। প্রকাশনার ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় মান, প্রুফরিডিং, গবেষণা, তথ্য যাচাই এবং কনটেন্ট উন্নয়নের মতো বিষয়গুলো অনেক সময়ই অবহেলিত থাকে। অথচ একটি বইয়ের প্রকৃত মান নির্ধারিত হয় কেবল কাগজ বা মুদ্রণের গুণগত মান দিয়ে নয়; এর প্রধান ভিত্তি হলো কনটেন্টের মান ও সম্পাদনার দক্ষতা।

সাম্প্রতিক সময়ে আরেকটি বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে বইয়ের মূল্যবৃদ্ধি। অনেকেই মনে করেন, বইয়ের দাম অযৌক্তিকভাবে বেড়ে গেছে এবং এর ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বই কেনা কঠিন হয়ে পড়ছে। এই অভিযোগের একটি বাস্তব ভিত্তি অবশ্যই আছে। কারণ গত কয়েক বছরে কাগজ, মুদ্রণ, পরিবহনসহ প্রায় সব ধরনের উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফলে বইয়ের দাম বাড়া কিছুটা অবশ্যম্ভাবী। তবে বইয়ের মূল্য নির্ধারণ নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও একটি বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণত বইয়ের দাম নির্ধারণ করতে গিয়ে কেবল কাগজ ও মুদ্রণ খরচকেই প্রধান বিবেচনায় রাখা হয়। অথচ একটি বই তৈরির পেছনে আরও

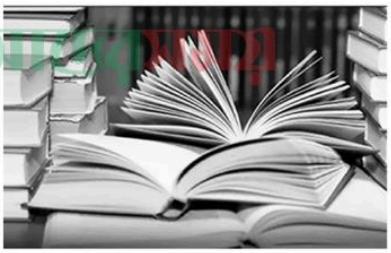

অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় থাকে, যেমন– লেখকের সম্মানী, সম্পাদনা, প্রুফরিডিং, ডিজাইন, বিপণন ও প্রচার ব্যয়। এগুলোকে উপেক্ষা করে শুধু মুদ্রণ খরচের ভিত্তিতে বইয়ের দাম নির্ধারণ করলে প্রকাশনাশিল্প কখনই একটি পূর্ণাঙ্গ পেশাদার কাঠামোতে পৌঁছাতে পারবে না। এখানে আরেকটি বাস্তবতা হলো, আমরা অনেক সময় বইকে প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক পণ্য হিসেবে নয়, বরং তুলনামূলকভাবে কম দামের একটি পণ্য হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অথচ আজকের দিনে একটি সাধারণ কফির দাম যেখানে ৮০ থেকে ১২০ টাকা, একটি সাধারণ খাবারের জন্য যেখানে ২০০ থেকে ৩৫০ টাকা ব্যয় হয়, সেখানে একটি ভালো বইয়ের দাম ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত সেই বইয়ের কনটেন্ট কতটা মানসম্পন্ন এবং পাঠকের জন্য কতটা মূল্যবান। তবে বইয়ের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ও বিবেচনা করা জরুরি, বাজারের স্বচ্ছতা। আমাদের দেশে বই বিক্রির ক্ষেত্রে প্রায়ই ২০ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়। যদিও অনেকেই এটিকে বিপণনের কৌশল হিসেবে দেখেন, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এটি বইয়ের প্রকৃত বাজারমূল্য নির্ধারণকে জটিল করে তোলে। অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রেই নির্ধারিত মূল্য বা এমআরপিতে বিক্রি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বইয়ের ক্ষেত্রেও যদি একই ধরনের নীতি অনুসরণ করা যায়, তাহলে বাজারকাঠামো আরও সুসংগঠিত হতে পারে। তবে এই আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো লেখকের অধিকার। বাংলাদেশের প্রকাশনাজগতে লেখকদের রয়্যালিটি বা সম্মানীর প্রশ্নটি এখনও যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না। অনেক ক্ষেত্রে লেখকরা যথাযথ সম্মানী পান না, আবার অনেক সময় বই বিক্রির স্বচ্ছ হিসাবও তাদের সামনে আসে না। অথচ একটি সুস্থ প্রকাশনাশিল্প গড়ে তুলতে হলে লেখকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ লেখকই এই শিল্পের মূল সৃজনশীল শক্তি। যদি বইয়ের দাম অযৌক্তিকভাবে কম রাখা হয়, তাহলে প্রকাশকের পক্ষে লেখককে যথাযথ সম্মানী দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হন লেখকই। আবার লেখক যদি ন্যায্য সম্মানী না পান, তাহলে দীর্ঘ মেয়াদে মানসম্পন্ন লেখালেখির পরিবেশও দুর্বল হয়ে যায়। তাই বইয়ের মূল্য নির্ধারণের প্রশ্নটি কেবল পাঠক বা প্রকাশকের বিষয় নয়; এটি লেখকের অধিকার এবং প্রকাশনাশিল্পের ভবিষ্যতের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রকাশনাশিল্প আজ একটি রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং নতুন প্রজন্মের লেখকদের আগমন এই শিল্পকে সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; অন্যদিকে পেশাদারত্বের অভাব, দুর্বল সম্পাদকীয় কাঠামো এবং অসংগঠিত বাজারব্যবস্থা এর বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন একটি সম্মিলিত উদ্যোগ। প্রথমত, প্রকাশকদের মধ্যে পেশাদার মনোভাব ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সম্পাদকীয় দক্ষতা ও মান উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তৃতীয়ত, লেখকদের ন্যায্য সম্মানী ও রয়্যালিটি নিশ্চিত করার একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি পাঠকসমাজের মধ্যেও মানসম্পন্ন বইয়ের প্রতি সচেতনতা তৈরি করা জরুরি।

কারণ একটি শক্তিশালী প্রকাশনাশিল্প কেবল ব্যবসার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ নয়; এটি একটি জাতির জ্ঞানচর্চা, সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধিক বিকাশের অন্যতম ভিত্তি। যদি আমরা সত্যিই একটি সমৃদ্ধ পাঠকসমাজ এবং শক্তিশালী সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাই, তাহলে প্রকাশনাশিল্পের পেশাদারত্ব ও নৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করা এখন সময়ের দাবি।

সানাউল্লাহ সাগর : কবি ও কথাসাহিত্যিক

মতামত লেখকের নিজস্ব